ইউনিট ৭
নেতৃত্ব

ইউনিট ৭ নেতৃত্ব

পৃথিবীতে সৃষ্ট জীবের অধিকাংশই দলবদ্ধভাবে বসবাস এবং চলাফেরা করে। পশু-পাখী, মৌমাছি, পিপড়া ইত্যাদি সকল প্রকার প্রাণীই দলবদ্ধভাবে বাস করে। দল হিসাবে বাস করতে হলেই নেতার প্রয়োজন হয়। মানুষ সামজিক জীব এবং সৃষ্টির সেরা বলে আমাদের সমাজ জীবনে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা অতি প্রয়োজন। আর এ শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখতে হলে সুযোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজন। নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে একটি সমাজে বিশেষ বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয়। সাধারণত যে কোন লোক যখন কোন সমস্যার সন্মুখীন হয় তখন সে তার বিশ্বস্ত নেতার সাথে পরামর্শ করে থাকে। কৃষি কাজে পরামর্শের জন্য গ্রামের কৃষকগণও কোন না কোন লোকের সাথে আলোচনা করে থাকে। কৃষক কৃষি কাজে ভাল পরামর্শের জন্য যোগ্য লোক খুঁজে।

কোন এক সময় মানুষ বিশ্বাস করত যে পৃথিবীতে কেউ কেউ জন্মগত ভাবেই নেতৃত্বের অধিকারী। এ ধরনের রীতির উপর বিশ্বাস করে সে সময় কিছু লোক বংশগতভাবে সর্বদাই নেতৃত্ব দিয়ে আসত। উক্ত রীতিকে বলা হত "ট্রেইট থিউরী" (Trait Theory)। এ রীতি প্রয়োগের ফলে সমাজে এক শ্রেণির বিশেষ লোক নেতৃত্বের মাধ্যমে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। পরবর্তীতে মানুষ প্রচলিত রীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে নেতৃত্ব নির্বাচনে নতুন পদ্ধতি বের করে। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী কুর্ট লেউন (Kurt lewin) নেতৃত্ব সম্পর্কে একটি নতুন ধারণা দিতে সহায়তা করেন। তার মতে নেতা নির্ধারণে বংশগত পরিচয় বা শক্তির চেয়ে সুনির্দিষ্ট কাজ সামনে রেখে এবং সে কাজের উদ্দেশ্যকে সফলতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে লোক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তাকেই গুরুত্ব দেয়া উচিত। নেতার কাজ হবে কোন উদ্দেশ্যকে হাসিল করার জন্য কোন দল বা জনগোষ্ঠিকে সঠিক পথে পরিচালনা করা। তবে যে দল বা গোষ্ঠিকে নিয়ে কাজ করতে হবে, নেতাকে অবশ্যই সে দলের সদস্য হতে হবে এবং কাজের কাংখিত পরিবর্তনের জন্য নি:স্বার্থভাবে কাজ করে যেতে হবে। কৃষি কাজে কৃষকদের উন্নয়নের জন্য গ্রামাঞ্চলের কৃষক নেতা প্রয়োজন। কৃষি কাজের জন্য উপকরণ সংগ্রহ, কৃষি পন্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের বাজারজাতকরণ, বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহকরণ এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃষক নেতার প্রয়োজন। তাই নেতা বা নেতৃত্ব সম্পর্কে আমাদের কিছু ধারণা নেয়া জরুরী।

পাঠ ৭.১ নেতৃত্বের ধারণা, শ্রেণিবিন্যাস এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- নেতা ও নেতৃত্বের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
- কৃষি সম্প্রসারণ কাজে নেতার ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।
- নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- একজন সফল নেতার যোগ্যতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- নেতৃত্বের শ্রেণিবিন্যাস ও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

নেতৃত্বের সংজ্ঞা

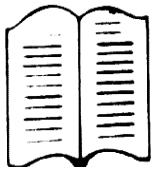

নেতৃত্বের অনেক সংজ্ঞা আছে। উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞার কয়েকটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো:

১। নেতৃত্ব এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে এক ব্যক্তি অন্যান্য ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, চেষ্টা, চরিত্র, আচার-আচরণ, অনুভূতি, অভ্যাস অর্থ্যাৎ সার্বিক ব্যবহারে কা খিত পরিবর্তন আনতে সহায়তা করে।

২। নেতা সাধারণত একটি দলের মুখপাত্র বা প্রতিনিধি। তাই কোন দল বা গোষ্ঠীর বিশেষ কোন কাজকে উদ্দেশ্য অনুযায়ী এগিয়ে নেয়ার যোগ্যতাকেই নেতৃত্ব বলা হয়।

৩। কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য দলীয় লোকদেরকে প্রভাবিত করে সঠিক পথে পরিচালনা করাকে নেতৃত্ব বলে। নেতাকে তার ব্যক্তিত্ব, সততা, সহনশীলতা, নি:স্বার্থপরতা, নিরপেক্ষতা, অধ্যাবসায়, দূরদর্শিতা, নম্রতা, উপস্থিত বুদ্ধি এবং বিদ্যা দ্বারা তার যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ কাজে নেতার ভুমিকা

সুযোগ্য নেতা ব্যতিত দলীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা কঠিন।

সম্প্রসারণ একটি শিক্ষামূলক কর্মপ্রক্রিয়া। এতে জনগনের স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ আবশ্যক। কৃষির বিভিন্ন উন্নয়ণম লক কাজে এবং সাথে সাথে কাজের কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুযোগ্য নেতার প্রয়োজন। সুযোগ্য নেতা ব্যতিত দলীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা কঠিন। আবার দল গঠিত না হলে নেতারও প্রয়োজন পড়ে না। অর্থাৎ নেতা এবং দল এ দু'টি একে অপরের পরিপ রক এবং ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্থানীয় নেতার মাধ্যমে কৃষিকাজে জনগণ একে অপরকে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসে। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী একজন পেশাগত নেতা হিসাবে স্থানীয়ভাবে নেতৃত্ব দেয়ায় তার সীমাবদ্ধতা আছে। তাই তাকে খুঁজে বের করতে হয় স্থানীয় নেতা এবং তার মাধ্যমে সম্প্রসারণ কর্মী সকলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। নেতৃত্বের মাধ্যমে যে কোন কাজ সুশৃংখল ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে যথা সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। সম্প্রসারণ কাজের প্রতিটি ধাপেই নেতার প্রয়োজন অপরিসীম। স্থানীয় অনেক সমস্যাই আছে যেগুলো কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর অগোচরে থেকে যায়। অনেক কাজ আছে যেগুলো পেশাদার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর পক্ষে করা সম্ভব হয়না। কিন্তু সেগুলো আবার স্থানীয় নেতারা সহজেই চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য সহায়তা করতে পারেন। তাই এ সকল বিভিন্ন কারণেই কৃষিকাজে নেতৃত্বের ভূমিকা এবং গুরুত্ব অপরিসীম। নেতৃত্ববিহীন কোন কাজই অধিকাংশ সময় সুষ্ঠুভাবে সময়মত এবং উদ্দেশ্য মোতাবেক সম্পন্ন করা সম্ভব হয়না। নেতা ছাড়া কোন কাজকে এগিয়ে নেয়া যায়না। কোন দলকে কাজে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয় না এবং এলাকার উন্নয়ণ কাজ তরান্বিত করা যায় না।

নেতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of leader)

একজন ভাল নেতা হতে হলে তার অনেক গুণের অধিকারী হতে হয়। উপযুক্ত গুণীলোক ব্যতিত অন্য কেউ নেতৃত্ব পেলে তা তিনি ধরে রাখতে পারে না। শুধু তাই নয় দলের দলীয় কাজের অনেক ক্ষতি ও হয়ে যায় যা হয়ত অনেক সময় তা অপূরণীয় হয়ে পড়ে। নিম্নে একজন ভাল নেতার ১০টি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হলো।

১। নেতাকে সংশ্লিষ্ট কাজে জ্ঞানী, দক্ষ ও পারদর্শী লোক হতে হবে ।

২। নেতা হবেন একজন কর্মঠ, সৎ, বুদ্ধিমান, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও বিচক্ষন ব্যক্তি।

৩। নেতাকে হতে হবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, ধৈর্য্যশীল, সহানুভূতিশীল, নি:স্বার্থপর এবং নিরপেক্ষ।

৪। নেতা হবেন একজন শিক্ষিত ব্যক্তি যাতে সকল প্রকার কাজের ধারাবাহিক কার্যক্রম লিপিবদ্ধ করতে পারেন, হিসাব-নিকাশ ঠিক রাখতে পারেন এবং সবার সাথে তথ্যের আদান প্রদান করতে পারেন।

৫। নেতাকে গণমাধ্যম ও তথ্যের বিভিন্ন উৎসের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

৬। সামাজিক বিভিন্ন কাজে নেতাকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭। লোকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণসহ এবং তাদেরকে নিয়ে সংগঠন তৈরি করে সাংগঠনিক কাজ কর্ম পরিচালনায় নেতাকে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

নেতাকে সবার নিকট গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হবে।

৮। নেতাকে সবার নিকট গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হবে।

৯। এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করণ এবং সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে নেতাকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

১০। সভা সমিতির কাজ পরিচালনা, কৃষি উৎপাদনে বিভিন্ন প্রকার উপকরণ (বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ, সেচ, ঋণ, পন্যবাজারজাত করণ ইত্যাদি) সম্পর্কে খোজ খবর আদান প্রদান এবং এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ ইত্যাদিতে নেতাকে পারদর্শী হতে হবে।

সফল নেতার যোগ্যতা (Qualifications of a good leader)

যোগ্যতা ব্যতীত কোন লোকই নেতার আসনে বসতে পারেন না। তাই একজন সফল নেতা হতে হলে তাকে অবশ্যই উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। একজন সফল নেতার সাধারণত: নিম্নেবর্ণিত যোগ্যতাগুলো থাকতে হবে।

একজন লোক কোন কাজে ভালভাবে নেতৃত্ব দিতে হলে তাকে হতে হবে: শিক্ষিত, জ্ঞানী, দক্ষ, পারদর্শী, কর্মঠ, সৎ, বুদ্ধিমান, দুরদৃষ্টি সম্পন্ন, বিচক্ষণ, ধৈর্য্যশীল, দয়ালু, সহানুভূতিশীল, নি:স্বার্থপর নিরপেক্ষ, এবং সর্বোপরি সকলের নিকট গ্রহণ যোগ্যতা।

১। **জ্ঞান** (Knowledge): যে কাজের জন্য নেতা নেতৃত্ব দিবেন, তাকে অবশ্যই সে কাজ পরিচালনায় উপযুক্ত জ্ঞান থাকতে হবে। দলের উদ্দেশ্য ও আকৃতি অনুসারে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন হবে।

২। **নেতৃত্বের দক্ষতা** (Leadership skills): একটি সংগঠন পরিচালনায় নেতাকে দক্ষ হতে হবে। যেমন সভার কাজ পরিচালনা করা, দলের লোকের মনোভাব ও আচারণ বুঝার ক্ষমতা থাকা, দলের লোকের চিন্তা চেতনার বাস্তবায়ন করা, দলের লোকদের উদ্বুদ্ধ করা, দলের ভিতরে ও বাহিরে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং অন্য লোককে বুঝান বা শিক্ষা দেয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে।

৩। **মনোরম ব্যক্তিত্ব** (Pleasing Personality): একজন সফল নেতাকে একটি সুমধুর ও আনন্দদায়ক ব্যক্তিত্যের অধিকারী হতে হবে। অর্থাৎ তিনি অন্যকে আকৃষ্ট করার মত মিষ্ট স্বভাবের লোক হবেন।

৪। **পরিশ্রমী** (Industrious): নেতাকে পরিশ্রমী হতে হবে। যে কোন কাজে তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অলস লোক কোন সময়ই কোন কাজে নেতৃত্ব দিতে পারেনা।

৫। **অধ্যাবসায়** (Perseverance): নেতাকে কোন কাজ করতে হলে সহজে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। কাজে বাধা আসবেই। সেই বাধাকে অতিক্রম করে কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

৬। **কাজে হাত দেয়ায় সাহসীকতা** (Initiative): নেতাকে যে কোন নতুন কাজে হাত দেয়ার জন্য মনোবল ও সাহস থাকতে হবে। নেতাকেই সকল কাজ সাহস করে শুরু করতে হবে। অন্যের আশায় বসে থাকলে তিনি নেতা হতে পারবেন না । তাকে তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। দলের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে কোন কাজের ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে।

৭। **গভীর আগ্রহ** (Ehthusiasm): নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অনুসন্ধিৎসু মন থাকতে হবে। কাজ করা ও কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অদম্য ইচ্ছা থাকতে হবে।

৮। **আন্তরিকতা** (Sincerity): নেতাকে কাজের প্রতি, দলের প্রতি এবং প্রতিটি সদস্যের প্রতি আন্তরিক হতে হবে।

৯। **আবেগময় অনুভূতি নিয়ন্ত্রন** (Emotional Stability): নেতাকে ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হলে চলবেনা। যে কোন মুহূর্তে তাকে ভাবাবেগ নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

১০। **সহানুভূতি** (Sympathy): নেতাকে অন্যের প্রতি দয়া ও সহানুভূতিপ্রবন হতে হবে।

১১। **নিরপেক্ষতা** (Impartiality): নেতাকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। যে কোন কাজে বা সিদ্ধান্তে পক্ষপাত্তিত্ব থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

নেতাকে ভদ্র স্বভাবের হতে হবে। সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে।

১২। **ভদ্রতা** (Courtesy): নেতাকে ভদ্র স্বভাবের হতে হবে। সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। কোন কাজ বা কথায় রাগ করা বা অন্যকে মন্দকথা বলা বা ধমক দেয়া চলবেনা । কারও কোন ভূল হলে তা সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

১৩। **নমনীয়তা** (Flexibility): নেতাকে প্রয়োজনে ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন কাজ বা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রতি নমনীয় থাকতে হবে।

১৪। **বিচক্ষণতা** (Tactful): কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে হলে নেতাকে বিচক্ষণ হতে হবে। অর্থাৎ কাজে পুট হতে হবে।

১৫। **আনুগত্য** (Loyalty): নেতাকে তার কাজ, দল ও সদস্যদের প্রতি অনুগত থাকতে হবে।

১৬। **প্রফুল্লতা** (Cheerfulness): নেতাকে সদা-সর্বদা প্রফুল্ল ও হাসি-খুশী থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই হতাশায় ভুগলে চলবেনা। নেতাকে আশাবাদী হতে হবে এবং সকল কাজ আনন্দের সাথে করতে হবে।

নেতাকে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে এবং একাধিক বিষয়ে কাজ করার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

১৭। **বহুমুখী পান্ডিত্য** (Versatility): নেতাকে বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে এবং একাধিক বিষয়ে কাজ করার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

১৮। **দূরদৃষ্টি** (Vision): নেতাকে অনেক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে এবং অনাগত ভবিষ্যত সম্পর্কে সুক্ষ বিশ্লেষণের অধিকারী হতে হবে। তাই দূরদৃষ্টি সহ যে কোন কাজ করার ক্ষমতা নেতার থাকতে হবে।

১৯। **সাধুতা** (Honesty): নেতাকে সৎ হতে হবে। সাধুতার মাধ্যমে দলীয় লোকের আস্থাভাজন হতে হবে। অসৎ লোকের নেতৃত্ব কোন সময়ই সুফল বয়ে আনেনা এবং সে নেতৃত্ব স্থায়ীও হয় না।

২০। **নীতিজ্ঞান** (Ethics): নেতাকে উচ্চ শ্রেণির নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। নীতি ও আদর্শ বিসর্জন দিয়ে কেউ কোন দিন নেতা হতে পারে না।

নেতৃত্বের শ্রেণিবিন্যাস এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য

নেতৃত্বের শ্রেণিবিন্যাস বিভিন্ন ভিত্তিতে করা যেতে পারে। যেমন কৃষি সম্প্রসারণ কাজের ভিত্তি এবং সমাজ ও দেশের সঠিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তি। কৃষি সম্প্রসারণ কাজের ভিত্তিতে নেতাকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। **পেশাদার নেতা** (Professional leader): যেমন-কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী।

২। **স্থানীয় নেতা** (Local leader): যেমন- আদর্শ কৃষক।

পুনরায় সমাজের সঠিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে নেতা ২ প্রকার যেমন-
১। **স্বৈরতান্ত্রিক নেতা** (Autocratic leader)।

২। গণতান্ত্রিক নেতা (Democratic leader)।

কোন দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী বাস্তবায়নের পন্থা যদি নেতা কর্তৃক একক ভাবে নির্ধারিত হয়, তাকে স্বৈরতান্ত্রিক বা একনায়ক সুলভ নেতৃত্ব বলে। অপর দিকে দলীয় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্য বাস্ বায়নের পন্থা যদি দলের সকলে মিলে মিশে ঠিক করে, তখন তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বলে।

পেশাদার নেতা

পেশাদার নেতা সংশ্লিষ্ট পেশায় বা বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সম্প্রসারণ কাজে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

পেশাদার নেতা তাকেই বলে যিনি সাধারণত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় চাকুরী বা কাজ করেন এবং তার ভিত্তিতে বেতন পেয়ে থাকেন। পেশাদার নেতা সংশ্লিষ্ট পেশায় বা বিষয়ে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে সম্প্রসারণ কাজে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। মাঠ পর্যায়ে ব্লক সুপারভাইজার, থানা পর্যায়ে থানা কৃষি কর্মকর্তা, থানা পশু সম্পদ কর্মকর্তা, থানা মৎস্য কর্মকর্তা, বিষয়বস্তু কর্মকর্তা ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গকে কৃষি সম্প্রসারণ কাজে পেশাদার কর্মকর্তা বলা হয়। পেশাদার ব্যক্তিবর্গ সাধারণত: কোন ইনষ্টিটিউট, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা স্নাতক বা উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করে থাকেন।

পেশাদার নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্থানীয় এবং পেশাদার নেতাকে যৌথ ভাবে এলাকার উন্নয়ন কাজে সহায়তা করতে হয়। পেশাদার নেতার অনুপস্থিতিতে স্থানীয় নেতা তার কাজ চালিয়ে যান।

পেশাদার নেতার প্রধান প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১। পেশাদার নেতা স্থানীয় নেতাদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেবেন, যাতে তার অনুপস্থিতিতে স্থানীয় নেতারা তার কাজ এগিয়ে নিতে পারেন।

২। পেশাদার নেতাকে নতুন ধ্যান-ধারণা, কলাকৌশল ও উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে এবং সেগুলো জনগণের মধ্যে বিস্তারের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৩। পেশাদার নেতা উন্নত ধরনের কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার ও অপরাপর ব্যাপারে স্থানীয় নেতা ও জনসাধারণকে সাহায্য করবেন। তিনি বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা স্থানীয়ভাবে সমাধানেরও চেষ্টা করবেন।

৪। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মস চীর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে পেশাদার নেতা স্থানীয় নেতাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

৫। পেশাদার নেতা ফলাফল প্রদর্শন (Result demonstration) এবং পদ্ধতি প্রদর্শনের (Method demonstration) ব্যবস্থা করবেন এবং এটি কৃতকার্যতার সাথে পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় নেতা ও কৃষকদেরকে সহায়তা করবেন।

৬। পেশাদার নেতা অন্যান্য পেশাদার নেতা যেমন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সাথে মৎস্য কর্মী, পশুপালন কর্মী, ব্যাংক কর্মকর্তা ইত্যাদি ব্যক্তি বর্গের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে কাজের সমন্বয় সাধন করবেন।

৭। পেশাদার নেতা গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট গবেষকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে জটিল সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করবেন।

৮। পেশাদার নেতা কৃষকদের মাঝে উদ্দীপনার সৃষ্টিকরণসহ দলীয় কাজে সমন্বয় সাধন করবেন।

৯। পেশাদার নেতা উপযুক্ত স্থানীয় নেতা চিহ্নিত করে তাকে যথারীতি বিভিন্ন সভা-সমিতির কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য গড়ে তুলবেন।

১০। পেশাদার নেতাকে সর্বনিয়ত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পড়াশুনা সহ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। জটিল কৃষি বিজ্ঞানের সাথে সাথে তাকে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও কৃষি অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়েও পড়াশুনা করতে হবে।

স্থানীয় নেতা

কোন স্থানীয় কর্মস চীকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে তার বা তাদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও এলাকার লোকের মাঝে গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচন করা হয় তাকে বা তাদেরকে স্থানীয় নেতা বলা হয়। স্থানীয় নেতা সাধারণত সংশ্লিষ্ট কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

স্থানীয় নেতাকে আবার ২ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা-

১। কর্মী নেতা (Action leader)
২। মতামত প্রদানকারী নেতা (Opinion leader)

স্থানীয় নেতাদের মাঝে যারা সাধারণত অন্যান্য সকলের সাথে নিজেরাও কাজ করে থাকেন এবং বিভিন্ন কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদেরকে কর্মী নেতা বলে।

স্থানীয় নেতাদের মাঝে যারা সাধারণত অন্যান্য সকলের সাথে নিজেরাও কাজ করে থাকেন এবং বিভিন্ন কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদেরকে কর্মী নেতা বলে।

যে সকল স্থানীয় নেতা সাধারণত অন্যান্যদের সাথে নিজেরা কাজ করেননা, কিন্তু তাদের উপযুক্ততার ভিত্তিতে সমাজের বিভিন্ন লোককে মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত দিয়ে কাজে প্রভাবান্বিত করেন, তাদেরকে মতামত প্রদানকারী নেতা বলে।

স্থানীয় নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্থানীয় নেতার অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। নিম্নে প্রধান প্রধান ১৩টি দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করা হলো।

১। স্থানীয় নেতার উচিত এলাকার জনসাধারণ ও কৃষি কর্মীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।

২। স্থানীয় নেতার উচিত জনসাধারণকে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রদান করা, তথ্য সরবারাহ করা এবং কৃষি কাজের বিভিন্ন উপকরণ প্রাপ্তি ও সরবরাহ সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করান।

৩। স্থানীয় নেতার এলাকার বিভিন্ন সমস্যা শনাক্তকরণসহ দক্ষতার সাথে তা সমাধানের চেষ্ঠা চালান উচিত।

৪। নিজের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণসহ স্থানীয় জনসাধারণের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় নেতাকে চেষ্ঠা করতে হবে।

স্থানীয় নেতাকে তার এলাকার লোকের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্থানীয় নেতাকে তার এলাকার লোকের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। স্থানীয় নেতাকে তার এলাকার লোকের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। এলাকায় ফলাফল প্রদর্শন এবং পদ্ধতি প্রদর্শনে আয়োজনে স্থানীয় নেতার অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭। স্থানীয় নেতাকে কর্মসূচী প্রণয়ন ও মূল্যায়নে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীকে যথাযথ সাহায্য প্রদান করতে হবে।

৮। যেহেতু মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মী সীমিত, সেহেতু সম্প্রসারণ কর্মীর অনুপস্থিতিতে স্থানীয় নেতাকে সম্প্রসারণ কর্মীর পক্ষে কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

৯। স্থানীয় নেতার উচিত এলাকায় আরও স্থানীয় নতুন নেতা তৈরি করা যাতে ভবিষ্যতে এলাকায় যোগ্য স্থানীয় নেতার অভাব না ঘটে।

১০। প্রয়োজনে স্থানীয় নেতার গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠাও করা উচিত।

১১। স্থানীয় নেতার উচিত হবে নিজেদের মধ্যে ঐক্য বাজায় রাখা এবং সকলে মিলেমিশে কাজ করা।

১২। স্থানীয় নেতা দলীয় কাজের জন্য আর্থিক হিসাব নিকাশও সমিতির খাতাপত্র যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

১৩। এলাকায় চাষীর‍্যালী, মেলা, জনসভা, প্রদর্শন ইত্যাদি কাজের সুষ্ঠু আয়োজন ও পরিচালনার জন্য স্থানীয় নেতা দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুশীলন (Activity) : *একজন নেতার কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিৎ? একজন সফল নেতা হতে হলে কী কী যোগ্যতা থাকা দরকার তা ব্যাখ্যা করুন।*

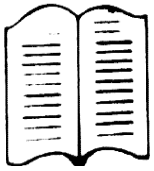

সারমর্ম : কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে দলীয় লোকদেরকে প্রভাবিত করে সঠিক পথে পরিচালিত করাকে নেতৃত্ব বলা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ কাজে নেতার ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত নেতা ব্যতিত কোন দলীয় কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় না। নেতা এবং দল এদুটো ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একে অপরের পরিপ রক। একজন ভাল নেতা হলে তাকে শিক্ষিত, জ্ঞানী, দক্ষ, অভিজ্ঞ, কাজে পারদর্শী, কর্মঠ, সৎ, বুদ্ধিমান, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, বিচক্ষন, ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল, নি:স্বার্থপর, নিরপেক্ষ, আন্তরিক, বিশ্বস্ত , এবং ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। নেতাকে বিভিন্ন সমাজিক কাজেও অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সকলের সাথে সুসম্পর্ক রেখে তথ্যের আদান প্রদানসহ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। এছাড়াও ভাল নেতাকে এলাকার লোকদের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণসহ সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নেতাদেরই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। কৃষি সম্প্রসারণ কাজের জন্য নেতৃত্বকে মূলত: ২ শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা স্থানীয় নেতা এবং পেশাদার নেতা। পেশাদার নেতা তাদেরকে বলা হয় যারা সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে থাকেন এবং নিয়মিত বেতন গ্রহণ করেন । ব্লক সুপারভাইজার, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী ইত্যাদি ব্যক্তি বর্গকে পেশাদার নেতা বলা হয়। স্থানীয় নেতা তারাই হন যাঁরা এলাকার লোকের বিশ্বস্ততা অর্জনের মাধ্যমে স্থানীয় লোকদের দ্বারা পেশাদার কর্মী ও জনসাধারণের সাথে কাজ করার নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। স্থানীয় নেতা এলাকারই লোক হন এবং জনগণের রায় নিয়ে নেতা হিসাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। স্থানীয় নেতা এলাকায় সভা-সমিতির কাজ পরিচালনা করেন, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন, সবার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। গবেষণা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত তথ্যের আদান-প্রদান করেন এবং সদা-সর্বদা পেশাদার নেতার অনুপস্থিতিতে স্থানীয় লোকদের কৃষির ব্যাপারে পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করে থাকেন। স্থানীয় নেতাদের মাঝে আবার কেউ কেউ কর্মীর ভূমিকা পালন করেন, আবার কেউ মতামত প্রদানকারী হিসাবেও নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। সমাজের সঠিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে নেতৃত্বকে আবার স্বৈরতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক এ দুটো শ্রেণিতেও ভাগ করা যায়। স্বৈরতান্ত্রিক বা একনায়ক সুলভ নেতা দলের অন্যান্য সদস্যের মতামতের চেয়ে নিজের মতামতকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক নেতা দলের অন্যান্য সকলের সাথে পরামর্শ করেই দলীয় কাজ করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.১

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. সমাজের সঠিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে নেতৃত্বকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়?

i) ৩টি
ii) ২টি
iii) ৬টি
iv) ৪টি

খ. একজন স্থানীয় নেতার প্রাধানত কয়টি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিৎ?

i) ১০টি
ii) ১১টি
iii) ১২টি
iv) ১৩টি

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. ব্লক সুপারভাইজারকে একজন ---------- নেতা বলা হয়।
খ. স্থানীয় নেতাকে ২টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় যেমন- ---------- নেতা ও ---------- নেতা।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. নেতা সাধারণত একটি দলের মুখপাত্র বা প্রতিনিধি।
খ. পেশাদার নেতা এবং স্থানীয় নেতা একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে থাকেন।

পাঠ ৭.২ নেতা নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নেতৃত্বের উন্নয়ন

এ পাঠ শেষে আপনি -

- স্থানীয় নেতা কীভাবে নির্বাচন করা যায় তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- নেতৃত্বের উন্নয়ন কীভাবে করা যায় সে বিষয়ে বিবরণ দিতে পারেন।

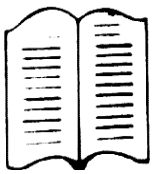

স্থানীয় নেতা নির্বাচন বা শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া খুব সহজ কাজ নয়। কিন্তু সঠিক স্থানীয় নেতা না পাওয়া গেলে এলাকার কাজ করাও পেশাদার নেতার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সম্প্রসারণ কর্মীকে খুব ধৈর্য সহকারে উপযুক্ত নেতা শনাক্ত করতে হয়। যে লোক নেতা নির্বাচিত হবেন তার মধ্যে নেতৃত্বের বেশিরভাগ গুণাগুণ বিদ্যমান থাকতে হবে। প্রয়োজনে এজন্য পেশাদার নেতাকে বিভিন্ন ধরনের সভা ও আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে এবং স্থানীয় এলাকার বিভিন্ন লোকের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে খোজ খবর নিতে হবে ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, একজন লোকের মাঝে সকল প্রকার গুণাগুণ বিদ্যমান নাও থাকতে পারে। তবু অনেক লোক আছে যাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে নেতৃত্বের উন্নয়ন করা সম্ভব হয়।

স্থানীয় নেতা নির্বাচনের মানদন্ড (Criteria for selecting local leader)

বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন নেতার প্রয়োজন পড়ে। তাই কাজের প্রকৃতি অনুসারে নেতৃত্ব বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। স্থানীয় নেতা নির্বাচনে নিম্নে বর্ণিত মানদন্ডগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১। যে কাজের জন্য নেতা প্রয়োজন, সে কাজ প্রথম নির্ধারণ করতে হবে।

২। নির্ধারিত কাজের জন্য নেতার যে প্রকার শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতাও অন্যান্য বৈশিষ্টাবলী থাকা প্রয়োজন সেগুলো নির্ধারণ করতে হবে।

৩। নির্ধারিত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন লোক কোথায় কোথায় আছে তা খুঁজে বের করতে হবে।

৪। যে সকল প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য একজন স্থানীয় নেতার থাকা প্রয়োজন সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(ক) এরা নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে বেশি আগ্রহী হবে।
(খ) সম্প্রসারণ কর্মীর সাথে বেশি যোগাযোগ রক্ষা করবে।
(গ) স্থানীয় লোকজন সাধারনত পরামর্শের জন্য এদের নিকট অহরহ আসবে।
(ঘ) সামাজিক কর্মকান্ডে এদের অংশগ্রহণ বেশি হবে।
(ঙ) তারা শহর ও অন্যান্য জায়গায় বেশি যাতায়াত করবে।
(চ) তথ্য সংগ্রহের জন্য এরা রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, মেগাজিন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার গণমাধ্যম ব্যবহার করবে।
(ছ) সমাজে দলমত নির্বিশেষে এদের গ্রহণযোগ্যতা বেশি হবে।
(জ) এরা সাধারনত শিক্ষিত এবং সামাজিকভাবে ও মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকে।

সামাজিক কর্মকান্ডে স্থানীয় নেতার ভূমিকাই বেশি।

৫। যে সকল বৈশিষ্ট্য একজন লোক (সম্ভাব্য নেতা) ধারন করে তার মধ্যে দেখতে হবে (ক) কোন গুলো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও উন্নয়ন সম্ভব এবং (খ) কোন গুলো ম লত: কোনভাবেই পরিবর্তন সম্ভব নয়।

৬। যে সকল বৈশিষ্ট্য ঐ লোকটির (সম্ভাব্য নেতার) মধ্যে নেই তার মধ্যে দেখতে হবে (ক) কোনগুলো প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উন্নয়ন সম্ভব এবং (খ) কোনগুলো মূলত: কখনই উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব হবে না।

৭। একজন লোককে প্রকৃত নেতা হিসাবে গড়ে তুলতে হলে কোন্ কোন্ ব্যবস্থা বা ভিত্তির ওপর নির্ভর করতে হবে তাও নেতা নির্বাচনের সময় ঠিক করে নিতে হবে।

স্থানীয় নেতা নির্বাচন পদ্ধতি

সঠিক ভাবে নেতা নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করলে স্থানীয় নেতা চিহ্নিত করণ সহজ হয়। সাধারণত যে ৪টি পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচন করা হয় সেগুলো হলো- আলোচনা পদ্ধতি, কর্মশালা পদ্ধতি, পর্যবেক্ষন পদ্ধতি এবং নির্বাচন পদ্ধতি।

নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করলে স্থানীয় নেতা নির্বাচন করা সহজ হয়।

১। আলোচনা পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে পেশাদার নেতা স্থানীয় লোকজনের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কোন নির্ধারিত কাজের জন্য সহজেই একজন জ্ঞানী ও দক্ষ লোককে শনাক্ত করতে পারেন। আলোচনার মাধ্যমেই সকলের মাঝে থেকে সম্ভাব্য নেতা পাওয়া যাবে।

২। কর্মশালা পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচন করতে হলে স্থানীয় লোকদের নিয়ে এলাকায় কর্মশালার ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মশালার মাধ্যমে একটি বড় দলকে ছোট ছোট উপদলে বিভক্ত করে নির্দিষ্ট কাজ ভাগ করে দিতে হবে। প্রত্যেকটি উপদলের কর্মসূচী ও তদানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ তাদের উপরই ছেড়ে দেয়া হয়। এতে দলের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। এতে সম্প্রসারণ কর্মী প্রত্যেক সদস্যের কর্মশালায় দায়িত্ব পালনের নমুনা পর্যবেক্ষণ করে সহজেই উপযুক্ত নেতা চিহ্নিত করতে পারেন।

৩। পর্যবেক্ষন পদ্ধতি : এলাকার লোকদের দৈনন্দিন ও স্বাভাবিক কাজ কর্ম পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারা যায় যে তারা কার নেতৃত্বে কাজ করছে। এ পর্যবেক্ষণটি সবার অজান্তে করতে পারলে ভাল হয।

৪। নির্বাচন পদ্ধতি : সাধারণ ভোটের মাধ্যমেও নেতা নির্বাচন করা যায়। যে কাজের জন্য নেতা প্রয়োজন তা সকলের নিকট ব্যাখ্যা করে গোপন ভোটের মাধ্যমে মতামত নেয়া যায়। এ পদ্ধতিতে ও জনগণ তাদের কাংখিত ব্যক্তিকে নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা হিসাবে ঠিক করতে পারেন। তবে অনেক সময় এরূপ গোপন ভোটের দরুন এলাকার লোকজন বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়তে পারে। ফলে পরতবর্তীতে কাজের সুবিধার চেয়ে অসুবিধা ও বেশি হতে পারে। তাই নেতা নির্বাচনে এরূপ পদ্ধতি ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

নেতৃত্বের উন্নয়ন

অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্থানীয় নেতা বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদেরকে যথারীতি চিহ্নিত করে উপযুক্ত কাজে ব্যবহার করলে কাজের মাধ্যমে এলাকার অনেক উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। কিন্তু তাদেরকে সে জন্য উপযুক্তভাবে তৈরি করতে হবে। কারণ অনেকের মধ্যেই নেতৃত্বের গুণাগুণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের অভাবে তাদের মাঝে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে না এবং তারা আশানুরূপভাবে সমাজ সেবা করতে পারেন না। তাই নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। সাধারণত বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই স্থানীয় নেতার উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। নিম্নে নেতৃত্ব উন্নয়নের কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো :

১। বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় নেতৃত্বের উন্নয়ন সাধন করা যায়।

২। সম্প্রসারণ কর্মী কর্তৃক স্থানীয় নেতাদের গৃহ ও খামার পরিদর্শন এবং আলোচনার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

৩। স্থানীয় নেতাদের মাঝে নিয়মিত পোস্টার, সাময়িকী, হ্যান্ডবুক, চিঠিপত্র, বুলেটিন, প্রচারপত্র, লিফলেট, ইত্যাদি বিলি করলে নেতৃত্বের উন্নয়ন ঘটে।

৪। সভা সমিতিতে স্থানীয় নেতাদের বক্তৃতা দানের সুযোগ দেয়া হলে নেতৃত্বের উন্নয়ন হয়।

৫। স্থানীয় নেতাদের নিয়ে সম্মেলন, কর্মশালা ও আলোচনা সভার আয়োজন করলে নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৬। স্থানীয় নেতাদের জন্য শিক্ষা সফর ও ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হলে তাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় এবং নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

৭। স্থানীয় নেতাদের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হলে তাদের উন্নতি সাধিত হয়।

৮। স্থানীয় নেতাদের মাধ্যমে এলাকায় মাঠ দিবস, প্রদর্শনী, কৃষির‍্যালি, ইত্যাদির আয়োজন করা হলে নেতৃত্বের উন্নয়ন হয়।

৯। বিভিন্ন প্রকার প্রচার মাধ্যমে যথা রেডিও, টেলিভিশন, টেপরেকর্ডার, পাইড, ভি.সি.আর. ইত্যাদি শিক্ষা মাধ্যমগুলো স্থানীয় নেতাদের ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হলে তাদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

১০। স্থানীয় নেতাকে যথারীতি গুরুত্ব প্রদান এবং তাদের কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রশংসাপত্র বা সার্টিফিকেট প্রদান কার হলেও তাদের মাঝে নেতৃত্বের উন্নয়ন ঘটে।

অনুশীলন (Activity) : *গ্রামীন উন্নয়নে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? আপনার এলাকায় কীভাবে নেতৃত্বের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব তা আলোচনা করুন।*

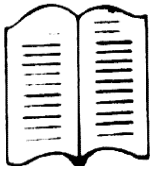

সারমর্মঃ স্থানীয় নেতা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই নেতা নির্বাচনে যথাযথ মানদন্ড ব্যবহারকরে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা দরকার। নেতা নির্বাচনে মোটামুটি ভাবে ৭টি মানদন্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেগুলো হলো (১) কাজ নির্ধারন করা (২) নির্ধারিত কাজের জন্য কী প্রকার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক দরকার তা ঠিক করা, (৩) নির্ধারিত কাজের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন লোক খুঁজে বের করা, (৪) নির্ধারিত লোকের গুণাগুণগুলো চিহ্নিত করা, (৫) নির্ধারিত লোকের গুণাগুণগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নয়ন করা সম্ভব এবং কোন্গুলো সম্ভব নয় তা চিহ্নিত করা, (৬) নির্ধারিত লোকের মধ্যে যে গুণগুলো নেই তার কোন্গুলো প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব এবং কোন্গুলো আদৌ সম্ভব নয় তা চিহ্নিত করা, এবং (৭) প্রকৃত নেতা গড়ে তুলতে তার ভিত্তিগুলো প্রথমেই ঠিক করে নেয়া। নেতা নির্বাচনে যেসকল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তার মধ্যে ৪টি উল্লেখ্যযোগ্য। সেগুলো হলো: (১) আলোচনা পদ্ধতি, (২) কর্মশালা পদ্ধতি, (৩) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং (৪) নির্বাচন পদ্ধতি। নেতৃত্বের উন্নয়ন বিভিন্নভাবে করা সম্ভব। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১০টি হলো (১) প্রশিক্ষণ, (২) পেশাদার নেতা বা সম্প্রসারণ কর্মী কর্তৃক স্থানীয় নেতার খামার ও গৃহ পরিদর্শন, (৩) নেতাদের মাঝে বিভিন্ন প্রকার প্রচার মাধ্যমে বিলিকরণ, (৪) সভা-সমিতির কাজে স্থানীয় নেতাদের বক্তৃতার সুযোগ দেয়া, (৫) কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজনে নেতাদের সম্পৃক্ত করা, (৬) নেতাদের জন্য শিক্ষা সফর ও ভ্রমনের ব্যবস্থা করা, (৭) নেতাদের মাঝে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা, (৮) নেতাদের মাধ্যমে এলাকায় মাঠদিবস, মাঠসফর, প্রদর্শনী, চাষীর‍্যালী ইত্যাদির আয়োজন করা, (৯) বিভিন্ন প্রকার গণ-প্রচার মাধ্যমগুলো নেতাদের জন্য ব্যবহারের সুযোগ করে দেয় এবং (১০) নেতাদের বিভিন্নভাবে স্বীকৃতি দেয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.২

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. বিভিন্ন কাজের জন্য
- i) একই প্রকার নেতার প্রয়োজন
- ii) বিভিন্ন প্রকার নেতার প্রয়োজন
- iii) স্থানীয় নেতার প্রয়োজন হয়
- iv) পেশাদার নেতার প্রয়োজন হয়

খ. স্থানীয় নেতা নির্বাচনে সাধারণত
- i) ৩টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়
- ii) ৪টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়
- iii) ৫টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়
- iv) ৮টি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. স্থানীয় নেতা নির্বাচনের জন্য ---------- টি মানদন্ড প্রয়োজন।
খ. নেতৃত্ব উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলো ---------- টি।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. নেতারা প্রযুক্তি গ্রহণে বেশি আগ্রহ দেখাবেন না।
খ. স্থানীয় নেতা সাধারণত এলাকার চেয়ারম্যানই নির্বাচন করেন।

পাঠ ৭.৩ উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া, উদ্বুদ্ধকরণ চক্র ও ম্যাসলোর চাহিদাতত্ত্ব (Moslow's Need Theory)

এ পাঠ শেষে আপনি -

- উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া কাকে বলে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- উদ্বুদ্ধকরণ চক্র সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ম্যাসলো কর্তৃক (Moslow's) ব্যাখ্যাকৃত মানবিক চাহিদা ও এর তত্ত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া বা প্রেষণা (Motivation)

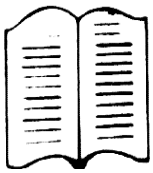

কাজ করা মানুষের ধর্ম। কিন্তু তবু প্রয়োজন ব্যতীত কেউ সাধারণত কাজ করতে চায় না। তাই কাজ করার পেছনে রয়েছে মানুষের অভাববোধ। সংক্ষেপে বা সহজভাবে মানুষের মাঝে কাজ করার এই প্রয়োজন ও উচ্ছাকে উদ্বুদ্ধকরণ বলা হয়। যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের কোন শেষ নেই, তাই উদ্বুদ্ধকরণেরও শেষ নেই। তাই উদ্বুদ্ধকরণ একটি প্রক্রিয়া। যে জিনিষ চলমান এবং যার কোন শেষ নেই তাকেই প্রক্রিয়া বলা হয়। মানুষ বিভিন্ন সময় একের পর এক উচ্ছা পোষণ করে যাচ্ছে এবং তার পেছনে ইন্ধন যোগায় উদ্বুদ্ধকরণ।

সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার বা প্রেষণার ব্যাখ্যা করেছেন। উদ্বুদ্ধকরণ বা প্রেষণা এমন একটি মানসিক অবস্থা যা একজন লোককে তার চাহিদা বা অভাব পূরণের জন্য কাজ করার শক্তি বা প্রেরণা যোগায়। সহজ ভাষায় **প্রাণীকে কোন কিছু করার জন্য যে শক্তি পেছনে কাজ করে তাকেই উদ্বুদ্ধকরণ বলে।** সমাজবিজ্ঞানী জগদীশ স্যান্যেলের মতে মানুষ ও অন্যান্য সর্বপ্রকার জীবের কার্যের পেছনে যে শক্তি কাজ করে তাকেই উদ্বুদ্ধকরণ বলা হয়। মোটকথা কোন উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত ব্যক্তির মানসিক অবস্থার নামই উদ্বুদ্ধকরণ। তাই উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য সক্রিয়া অবস্থাকেই উদ্বুদ্ধকরণ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ক্ষুধা পেলে মানুষ খাদ্য জোগাড় করে ও তা খায়। এখানে উদ্দেশ্য হলো ক্ষুধা নিবারণ করা এবং খাদ্য সংগ্রহ করা থেকে তা খাওয়া পর্যন্ত প্রাণী যে তাড়ণায় তাড়িত হয়ে কর্মরত বা ব্যস্ত থাকে- সে তাড়ণাকেই বলে উদ্বুদ্ধকরণ বা প্রেষণা।

উদ্বুদ্ধকরণ/প্রেষণা চক্র (Motivation cycle)

মানুষের মাঝে কোন জিনিষের অভাব বোধ হলেই তা পাবার জন্য সে দেহ ও মন থেকে তাড়না অনুভব করে এবং বিভিন্নভাবে তা প্রকাশ পায়। তার এই অভাবকে পূরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট বস্তু পাবার জন্য সে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং সে অনুযায়ী চেষ্টা চালায়।

প্রতিটি মানুষের বিভিন্ন প্রকার শারীরিক এবং মানসিক চাহিদা আছে। এই চাহিদাগুলোই মানুষের মাঝে উদ্বুদ্ধকরণের উৎস হিসাবে কাজ করে থাকে। এই চাহিদাগুলোর মাঝে আছে খাদ্য, বাসস্থান, কাপড়-চোপড়, যৌন, নিরাপত্তা, ভালবাসা, সম্মান ইত্যাদি। এছাড়া কতগুলো আধ্যাত্মিক চাহিদাও কিছু কিছু লোকের থাকে। অনেকে মনে করেন যে শিক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ একটি পূর্বশর্ত, তাই উদ্বুদ্ধকরণ ব্যতীত শিক্ষণও সম্ভব হয় না। মানুষের মাঝে কোন জিনিষের অভাব বোধ হলেই তা পাবার জন্য সে দেহ ও মন থেকে তাড়না অনুভব করে এবং বিভিন্নভাবে তা প্রকাশ পায়। তার এই অভাবকে পূরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট বস্তু পাবার জন্য সে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং সে অনুযায়ী চেষ্টা চালায়। অতএব প্রতিটি মানুষের মাঝে যখনই কোন কিছুর অভাব দেখা দেয়, তখন তার মধ্যে একটি অনুভূতি, অভাব পূরণের উদ্দেশ্য, অভাব পূরণের অস্থিরতাজনিত আচরণ, অভাব পূরণ হলে তা থেকে পরিতৃপ্তি এবং পুণরায় নতুন অভাবের অনুভূতি চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। এভাবে প্রাণীর মাঝে বিরাজমান অভাবকেই উদ্বুদ্ধকরণ প্রেষণ চক্র বলা হয়।

নিচে উল্লেখিত ধাপগুলো থেকে প্রেষণা চক্রের একটি ধারণা নেয়া সহজ হবে। এখানে পানি পান করার প্রেষণা উদাহরণ হিসেবে দেয়া হলো-

১ম ধাপ- শরীরে পানীয় অভাব।
২য় ধাপ- পানির জন্য অস্থির হয়ে যেখানে পানি পাওয়া যাবে সে জায়গায় যাওয়া।
৩য় ধাপ- পিপাসা নিবারণের জন্য পানি পান করা।
৪র্থ ধাপ- পানি পান করার পর তৃপ্তি লাভ করা। এভাবেই পানি পান করার জন্য প্রেষণা চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।

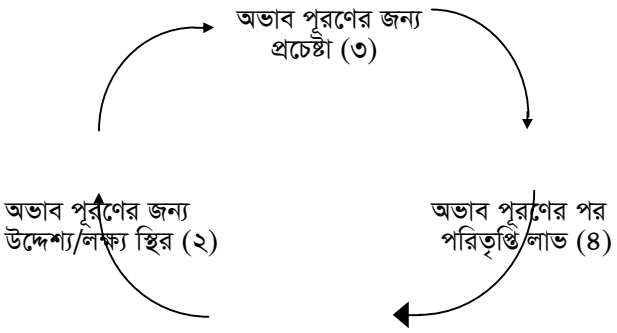

চিত্র ৭.৩.১ উদ্বুদ্ধকরণ/প্রেষণা চক্র

উদ্বুদ্ধকরণের শ্রেণিবিভাগ

মানুষের অনেক প্রকার চাহিদা থাকে। তাই চাহিদার বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে উদ্বুদ্ধকরণকে প্রধাণত: দুইভাগে ভাগ করা যায় যথা:

১। জৈবিক বা দৈহিক
২। মানসিক ও সামাজিক

১। জৈবিক বা দৈহিক

মানুষ বা অন্য যে কোন জীবের শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফলে যে সকল অভাবের বা চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং তা প রণের লক্ষ্যে যে সকল প্রেষণার সৃষ্টি হয় সেগুলোকেই জৈবিক বা দৈহিক প্রেষণা বলা হয়ে থাকে। যেমন পিপাসা, ক্ষুধা, নিদ্রা, যৌনচাহিদা ইত্যাদি।

(ক) বাহ্যিক উদ্দীপনার ভাব : কোন শিশু বা যে কোন ব্যক্তি কোন কিছু দেখে তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সেরকম হতে চাওয়াকে বাহ্যিক উদ্দীপনা বলে। যেমন নাটক বা সিনেমা দেখে অভিনেতা বা অভিনেত্রী হওয়ার আকাংখা পোষণ করা, গান শুনে গায়ক হওয়ার চেষ্টা করা ইত্যাদি।

(খ) জৈবিক উপাদান বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ : শরীরে কোন উপাদানের অভাব জনিত কারণে যে সকল প্রেষণা অর্থ্যাৎ তৃষ্ণা, ক্ষুধা, ইত্যাদির সৃষ্টি হয় সেগুলোকে জৈবিক উপাদান বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ বলে।

সাধারণত: শরীরের রক্তে পানির পরিমাণ কম হলেই মস্তিষ্কের বিশেষ এক স্থানে এক প্রকার প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং স্নায়ুবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ তৃষ্ণা বা ক্ষুধা অনুভব করে থাকে।

২। মানসিক ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ

মানসিক ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ অর্জিত ও পরিবেশগত কারণে হয়ে থাকে। মানুষ সবাই সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কেউ বড় নেতা হতে চান, কেউ বড় ডাক্তার হতে চান, কেউ নামকরা গায়ক হতে চান, কেউ অফিসের সবচেয়ে বড় কর্মকর্তা হতে চান, আবার অনেকে নিজের বাড়ীকে ভালো আসবাব পত্র দিয়ে সাজাতে চান ইত্যাদি। এ সকল চাহিদার সৃষ্টি পরিবেশগত কারণেই হয়ে থাকে এবং তা থেকেই আমরা উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকি। আমরা জানি মানুষের চাহিদার কোন শেষ নেই। বিশেষ করে মানসিক এবং সামজিক চাহিদার বেলায় এটা খুবই প্রযোজ্য। তাই মানসিক বা সামাজিক চাহিদাকে পুনরায় ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো: (১) নিরাপত্তার চাহিদা, (২) ভালবাসার চাহিদা, (৩) স্বীকৃতির চাহিদা, (৪) আত্মপ্রতিষ্ঠাও আত্মপ্রকাশের চাহিদা এবং (৫) সৌন্দর্যবোধ এর চাহিদা।

ম্যাসলোর চাহিদা তত্ত্ব (Moslow's Need Theory)

মানুষের চাহিদা বা অভাব সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করছেন। তার মধ্যে ম্যাসলোর চাহিদাতত্ত্বটিই (Moslow's Need Theory) অধিকাংশ লোকের নিকট গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে বিধায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাই এখানে শুধু এটিই উল্লেখ করা হলো।

মনোবিজ্ঞানী ম্যাসলো ১৯৪৩ সালে যে চাহিদা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন সেটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাই এটি সবচেয়ে জনপ্রিয়। তিনি মানুষের চাহিদাকে যে ৬ টি ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হলো :

১। জৈবিক চাহিদা
২। নিরাপত্তার চাহিদা
৩। ভালবাসা ও অধিকারের চাহিদা
৪। স্বীকৃতির চাহিদা
৫। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশের চাহিদা এবং
৬। সৌন্দর্যের চাহিদা

যেহেতু ম্যাসলোর চাহিদাগুলো ধাপে ধাপে এবং পর্যায়ক্রমে মানুষের মনে জাগরিত হয়, তাই এগুলোকে একটি পিরামিড আকারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

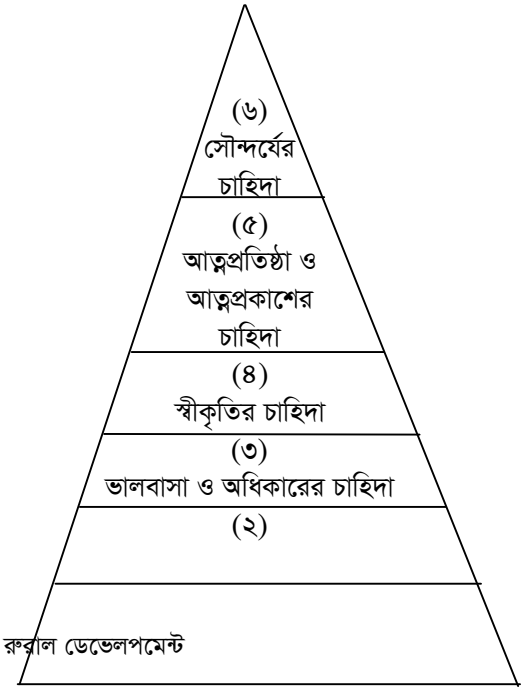

নিরাপত্তার চাহিদা
(১)
জৈবিক চাহিদা

চিত্র ৭.৩.২ ম্যাসলোর চাহিদাতত্ত্ব/পিরামিড

১। জৈবিক চাহিদা

জৈবিক চাহিদা প্রতিটি মানুষেরই একটি মৌলিক চাহিদা। তবে সকল চাহিদাই আবার সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

জৈবিক চাহিদা প্রতিটি মানুষেরই একটি মৌলিক চাহিদা। এ চাহিদা পূরণ না হলে মানুষ বাঁচতে পারেনা এবং বংশ বিস্তার করতে পারবে না। যেমন- অক্সিজেন, পিপাসা, ক্ষুধা, যৌন চাহিদা নিবৃত্তির ইচ্ছা ইত্যাদি। তবে এ সকল চাহিদাই আবার সামাজিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তাই এ সকল চাহিদা সমাজের নিয়মকানুনের মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ খাবার যোগার করার জন্য হালাল রুজির ব্যবস্থা করা (যেমন ব্যবসা বাণিজ্য করা, চাকুরী করা বা অন্যান্য কাজ করা ইত্যাদি), বাসস্থানের জন্য ঘরবাড়ী তৈরি করা, জমিতে ফসলের রোগ বালাই দমন করার জন্য বিশেষভাবে পরামর্শমত শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, বংশ বৃদ্ধির জন্য সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী বিয়ে করা ইত্যাদি।

২। নিরাপত্তার চাহিদা

জৈবিক চাহিদা মানুষের আদিম চাহিদা এবং এগুলো পূরণ হওয়ার পর মানুষের মাঝে নিরাপত্তাবোধের প্রয়োজন অনুভব হয়। সে তার নিজস্ব যায়গায় এবং পরিবেশের মধ্যে সর্বপ্রকার নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ে। সে তার নিজের, পরিবারের, তার সম্পত্তির, টাকা পয়সার, চলাফেরা ইত্যাদি সকল প্রকার ব্যবস্থাপনায় নিরাপত্তার প্রয়োজন বোধ করে। তাই এসকল নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, সামাজিক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার আইন, নিয়মকানুন, ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। জনসাধারণের জান, মাল এবং বিভিন্ন প্রকার আইনকানুন রক্ষার্থে সরকার তাই চৌকিদার হতে শুরু করে পুলিশ ও সামরিক বাহিনী পর্যন্ত লোক নিয়োগ করে তাদের ব্যয়ভার বহন করে থাকে। এমনকি ব্যক্তিগতভাবেও মানুষ নিজ নিজ বাড়ী বা মিল ও কলকারখানায় দাড়োয়ান, পাহাড়াদার ইত্যাদি নিয়োগ করে থাকে।

৩। ভালবাসা ও অধিকারের চাহিদা

প্রতিটি মানুষের মন আছে। তার মাঝে ইচ্ছা আছে। আকাং খা আছে এবং চেষ্টা ও চরিত্র আছে। প্রতিটি মানুষ অন্যের সাথে মেলা মেশা করার জন্য এবং সবার কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ার জন্য ইচ্ছা ও আশা পোষণ করে থাকে। তাছাড়া শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি একজন লোক অন্যের কাছ থেকে পেতে চায় যা ভালবাসারই একটি ভিন্ন রূপ। ভালবাসার মাধ্যমে মানুষে মানুষে সম্পর্ক গড়ে উঠে। মা-বাবা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, পাড়া-প্রতিবেশী, খেলা ও পড়াশুনার সাথী, সকলেই ভালবাসার সূত্রে আবদ্ধ।

ভালবাসার মাধ্যমে মানুষ বেঁচে থাকার প্রেরণা পায়। ভালবাসা না থাকলে মানুষ হিংস্র প্রকৃতির হয়ে যায়।

ভালবাসার মাধ্যমে মানুষ একটি মানসিক আশ্রয় পায় ও প্রশান্তি লাভ করে। ভালবাসার মাধ্যমে মানুষ বেঁচে থাকার প্রেরণা পায়। ভালবাসা না থাকলে মানুষ হিংস্র প্রকৃতির হয়ে যায়। একে অপরকে ক্ষতি করে, পরস্পরে মারামারি করে এমনকি, হত্যা করতেও দ্বিধা বোধ করে না। মোটকথা ভালবাসা ছাড়া মানুষের মাঝে শান্তি আসতে পারেনা, এবং জীবন অচল হয়ে পড়ে।

৪। স্বীকৃতির চাহিদা

মানুষ যে কাজই করুক না কেন সে তার স্বীকৃতি চায়। স্বীকৃতি পেলে মানুষ কাজে অনুপ্রেরণা পায়। তার মাঝে সুপ্ত গুণের আরো বিকাশ ঘটে। একজন ভাল কৃষক, ভাল কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী, স্কুলের কৃতী ছাত্র-ছাত্রী, ভাল শিক্ষক, উত্তম সমাজকর্মী ইত্যাদি যে কোন শ্রেণির লোকই হউকনা কেন, সে যদি সামজিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে তবে তার মাঝে আত্মতৃপ্তি আসে, আত্মবিশ্বাস জন্মে এবং

উত্তরোত্তর আরও ভাল কাজ করার জন্য উৎসাহিত হয়। এই স্বীকৃতির চাহিদা প্রতিটি মানুষের মাঝেই আছে এবং আমাদের সবারই সে জন্য সচেষ্টা থাকা উচিত।

৫। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশের চাহিদা

ব্যক্তিগতভাবে সকলেই তার নিজের কাজের জন্য সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। সম্মান, যশ, খ্যাতি, মর্যাদা ইত্যাদির আকাংখা সবার মাঝেই বিদ্যমান। এছাড়া মানুষ অমরত্বও লাভ করতে চায়। পর্যায়ক্রমে মানুষ তার গুণের ও কাজের বিকাশ ঘটাতে চায়। তবে এরূপ আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিকাশের চাহিদা যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তাহলে তা আবার ক্ষতির কারণও হতে পারে।

৬। সৌন্দর্যের চাহিদা

সৌন্দর্যবোধ একটি খুবই পবিত্র অনুভূতি। সকল মানুষই সৌন্দর্যের পূজারী। ফুলকে সবাই ভালোবাসে। কারণ ফুল সুন্দর। মানুষের ভাল ব্যবহার, ভদ্রতা, শিষ্টাচার, নম্র স্বভাব ইত্যাদি সকলেই পছন্দ করে। সৌন্দর্যবোধ মানুষকে মহৎ হতে ও আধ্যাত্তিক উন্নয়নে সাহায্য করে। পবিত্রতা ও সৌন্দর্য - এদু'টি একটি অপরটির পরিপূরক। ধর্ম পালন করা একটি সুন্দর কাজ। আবার ধর্ম পালন করতে হলে আগে শরীর ও মন পবিত্র করতে হবে। সুন্দর পোষাক পড়ে মানুষ আনন্দ পায়। ধর্ম পালন করতে হলেও আবার পবিত্র ও সুন্দর পোষাক পড়তে হয়। মানব জীবনে সৌন্দর্যের চাহিদা আছে বলেই মানুষের মাঝে শান্তি আছে।

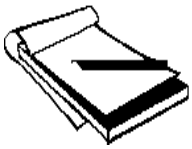

অনুশীলন (Activity) : *মানুষের চাহিদার উপর ম্যাসলো যে তত্ত্বটি দিয়েছেন তা বর্ণনা করুন।*

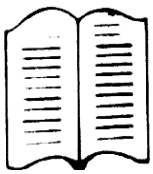

সারমর্ম : প্রাণীকে কোন কিছু করার জন্য যে শক্তি পেছনে কাজ করে, তাকেই উদ্বুদ্ধকরণ বলা হয়। মানুষের চাহিদার কোন শেষ নেই। এই চাহিদাগুলোর মধ্যে আছে খাদ্য, বাসস্থান, কাপড়-চোপড়, যৌনচাহিদা, নিরাপত্তা, ভালোবাসা, সম্মান, সৌন্দর্যবোধ, আধ্যাতিক পরিতৃপ্তি ইত্যাদি। যেহেতু মানুষের চাহিদার কোন শেষ নেই, তাই উদ্বুদ্ধকরণেরও শেষ নেই। তাই উদ্বুদ্ধকরণ চক্রাকারে ঘুরতে থাকে এবং ফলে ইহাকে একটি প্রক্রিয়া বলা হয়। উদ্বুদ্ধকরণ চক্রের মাঝে ৪টি উল্লেখযোগ্য চক্র হলো (১) অভাব বোধ, (২) উদ্দেশ্য/লক্ষ্য, (৩) প্রচেষ্টা, ও (৪) পরিতৃপ্তি। উদ্বুদ্ধকরণকে ২টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা (১) জৈবিক বা দৈহিক এবং (২) মানসিক ও সামাজিক। মনোবিজ্ঞানী ম্যাসলো চাহিদা তত্ত্বকে ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন। সে গুলো হলো (১) জৈবিক চাহিদা, (২) নিরাপত্তার চাহিদা, (৩) ভালবাসা ও অধিকারের চাহিদা, (৪) স্বীকৃতির চাহিদা, (৫) আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রকাশের চাহিদা এবং (৬) সৌন্দর্যের চাহিদা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৭.৩

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

ক. উদ্বুদ্ধকরণ বা প্রেষণা চক্রের ধাপ হলো:

i) ৪টি
ii) ৩টি
iii) ৫টি
iv) ৭টি

খ. মনোবিজ্ঞানী ম্যাসলো মানুষের চাহিদাকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?

i) ৩টি
ii) ৪টি
iii) ৭টি
iv) ৬টি

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন।

ক. প্রেষণা চক্রের ---------- ধাপে পিপাসা নিবারণের জন্য পানি পান করা হয়।
খ. ক্ষুধা নিবারণ করা হলো মানুষের ---------- চাহিদা।

৩। সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন।

ক. জৈবিক উদ্দিপনার মাধ্যমেই কোন শিশু যা দেখে তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সেরকম করতে চায়।
খ. স্বীকৃতির চাহিদা সকলের মাঝে নাও থাকতে পারে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৭

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্ন

১। নেতা বল্‌তে কী বুঝায় তা লিখুন। কৃষি সম্প্রসারণ কাজে স্থানীয় নেতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

২। একজন ভাল নেতা হতে হলে তার কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা উল্লেখ করুন।

৩। কৃষি সম্প্রসারণ কাজের জন্য নেতৃত্বকে সাধারণত কয়ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক শ্রেণির নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৪। একজন স্থানীয় নেতা নির্বাচনে কী কী মানদন্ড ব্যবহার করতে হবে তা লিপিবদ্ধ করুন।

৫। স্থানীয় নেতা নির্বাচনে সাধারণত যে সকল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, সেগুলো সম্পর্কে আলাচনা করুন।

৬। উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া কাকে বলে তা উদাহারণ সহ বুঝিয়ে লিখুন।

৭। ম্যাসলোর চাহিদাতত্ত্ব চিত্রের মাধ্যমে আলোচনা করুন। কৃষি সম্প্রসারণ কাজে ম্যাসলোর চাহিদাতত্ত্ব একজন কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী কীভাবে ব্যবহার করবে তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা - ইউনিট ৭

পাঠ ৭.১

১। ক. ii	১। খ. iv
২। ক. পেশাদার	২। খ. পেশাদার, কর্মী
৩। ক. স	৩। খ. স

পাঠ ৭.২

১। ক. ii	১। খ. ii
২। ক. ৭	২। খ. ১০
৩। ক. মি	৩। খ. মি

পাঠ ৭.৩

১। ক. ii	১। খ. iii
২। ক. তৃতীয়	২। খ. জৈবিক
৩। ক. মি	৩। খ. মি